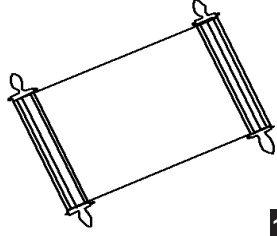
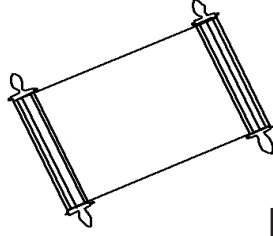


সর্বোপরি স্বর্গ হচ্ছে সেই সকল বালক এবং বালিকাদের (এবং বড়দেরও) যারা যীশু খ্রীষ্টকে তাদের মুক্তিদাতা হিসাবে বিশ্বাস করেছে এবং তাঁর বাধ্যতায় চলে তাদের প্রত্যেকের জন্য। স্বর্গে একটি বই রয়েছে যাকে বলা হয় মেঘদের জীবন পুস্তক।



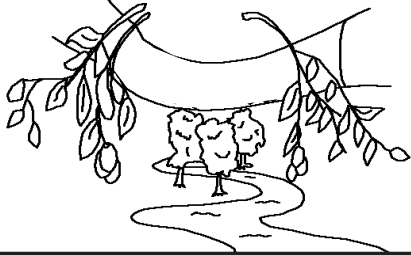
19

এখানে সব লোকদের নাম লিপিবদ্ধ আছে। আপনি জানেন কি সেখানে কাদের নাম লেখা রয়েছে? যে সমস্ত লোক যীশুর উপর বিশ্বাস করেছে তাদের সকলের নাম। আপনার নাম কি সেখানে আছে?



20

পবিত্র বাইবেলের শেষ কথাগুলো স্বর্গ সম্পর্কে চমৎকার আমন্ত্রণ জানায়। “এবং পবিত্র আত্মা এবং সেই কনে বলে, ‘এসো’! আর যে এই কথা শোনে সেও বলুক, ‘এসো’! এবং যে তুষার্ত তাকে আসতে দাও। এবং যে চায় তাকে বিনামূল্যে জীবন জল পান করতে দাও”।



21

স্বর্গ, ঈশ্বরের মনোরম আবাস স্থল

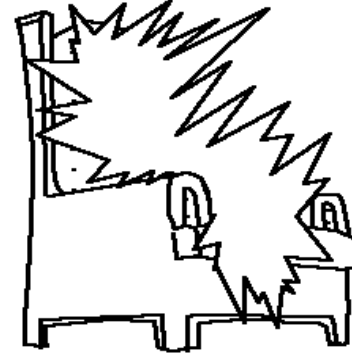
ঈশ্বরের বাক্য থেকে বাইবেলের গল্প, বাইবেল,

যেখানে পাওয়া যায়

যোহন ১৪, ২ করিন্থীয় ৫, প্রকাশিত বাক্য ৪, ২১, ২২

তোমার বাক্য প্রকাশিত হলে তা আলো দান করে
গীতসংহিতা ১১৯ : ১৩০

স্বর্গ, ঈশ্বরের মনোরম আবাস স্থল



লেখক: Edward Hughes

চিত্রাংকন: Lazarus

অনুব্রক: Shankar Sikder

অভিযোজন: Sarah S.

গল্প ৬০ এর ৬০

M1914.org

Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg MB R3C 2G1 Canada

স্বত্বাধিকার: গল্পটির অনুলিপি বা প্রিন্ট ব্যবহার করা যাবে তবে বিক্রয় করা যাবে না।

ঈশ্বর জানেন আমরা মন্দ কাজ করেছি, যাকে তিনি পাপ বলেন। পাপের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু।

ঈশ্বর আমাদের এতই ভাল বাসলেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুকে পাঠালেন যেন আমাদের পাপের শাস্তিরূপ তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেন। যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন এবং স্বর্গে চলে গেলেন। এখন ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

আপনি যদি আপনার পাপ থেকে মন ফিরাতে চান তাহলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলুন:

প্রিয় প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যীশু আমার জন্য মরেছেন এবং আবার জীবিত হয়েছেন। দয়াকরে আমার জীবনে এসো, যেন আমি নতুন জীবন পেতে পারি, এবং তোমার সংগে যেন অনন্দকাল ধরে থাকতে পারি। আমাকে সাহায্য কর যেন তোমার সন্তান হিসাবে বেচে থাকতে পারি। আমেন।

বাইবেল পড়ুন এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের সংগে কথা বলুন!

বাংলা

Bengali

পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে স্বর্গ সম্পর্কে বর্ণনা করে গেছেন। তিনি এটিকে বলেছেন, “আমার পিতার ঘর,” এবং বলেছিলেন সেখানে অনেক প্রাসাদ রয়েছে।



প্রাসাদ হচ্ছে অনেক বড়, সুন্দর ঘর। পৃথিবীর যে কোন ঘরবাড়ীর চেয়ে স্বর্গ অনেক বেশী বড় ও সুন্দর।



1

2

যীশু বলেছেন, “আমি তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। এবং যদি আমি যাই এবং তোমাদের জন্য জায়গা প্রস্তুত হয়, তাহলে আমি আবার আসব এবং তোমাদেরকে আমার কাছে নিয়ে যাব।”



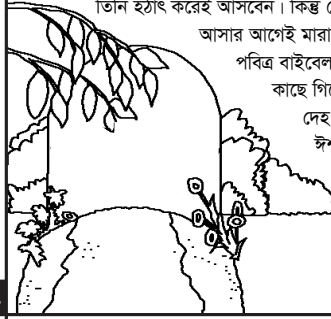
3

যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। তখন তাঁর শিষ্যরা দেখলেন যীশুকে স্বর্গে তুলে নেয়া হলো, এবং এক খন্ড মেঘ এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে তাদের দৃষ্টির অস্ফুর্ল করল।



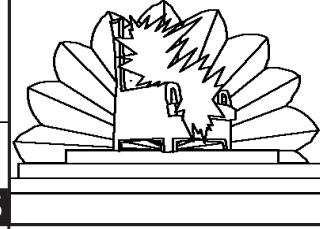
4

তখন থেকেই খ্রীষ্টিয়ানগণ যীশুর ফিরে আসা এবং তাদের নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করে আসছে। যীশু বলেছেন, অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি হঠাৎ করেই আসবেন। কিন্তু যে সমস্ত খ্রীষ্টিয়ান তিনি আসার আগেই মারা যাবেন তাদের কি হবে? পবিত্র বাইবেল বলে তারা সোজা যীশুর কাছে গিয়ে মিলিত হবে। মাংসিক দেহ থেকে বের হওয়া মানেই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা।



5

পবিত্র বাইবেলের শেষ পুস্তক, প্রকাশিত বাক্য স্বর্গ যে কত সুন্দর তা আমাদের বলে দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, খুব বিশেষভাবে বলা যায়, স্বর্গ হচ্ছে ঈশ্বরের ঘর। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান কিন্তু তাঁর সিংহাসন স্বর্গে অবস্থিত।



6

স্বর্গদূত এবং স্বর্গের অন্যান্য স্বর্গীয় জীবসকল স্বর্গে ঈশ্বরের গৌরব করে। একইভাবে সমস্ত খ্রীষ্টি বিশ্বাসী যারা মারা গেছে এবং স্বর্গে গেছে তারাও তা করে। তারা ঈশ্বরের প্রশংসায় বিশেষ বিশেষ গান করে।



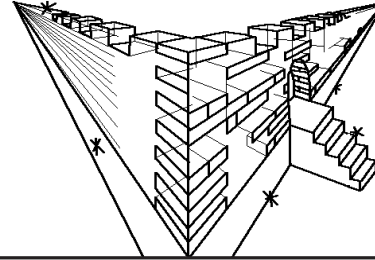
7

তাদের গাওয়া একটি গানের কয়েকটি কথা এখানে দেওয়া হলোঃ তুমি যোগ্য কেননা তুমি আমাদেরকে ঈশ্বরের নিমিত্তে মুক্ত করেছ। তোমার পবিত্র রক্তে প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্য থেকে আমাদেরকে ঈশ্বরের নিমিত্তে রাজা এবং পুরোহিত করেছে। প্রকাশিত বাক্য ৫ঃ ৯।



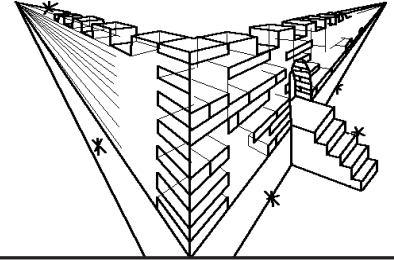
8

পবিত্র বাইবেলের একেবারে শেষ পৃষ্ঠাগুলোতে স্বর্গকে বলা হয়েছে, “নতুন যেরুশালেম।” এটি অনেক অনেক বড় এবং বাইরে উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দেয়ালগুলো জ্যাসপার পাথর দিয়ে তৈরী যা দেখতে কাঁচের মতো স্বচ্ছ।



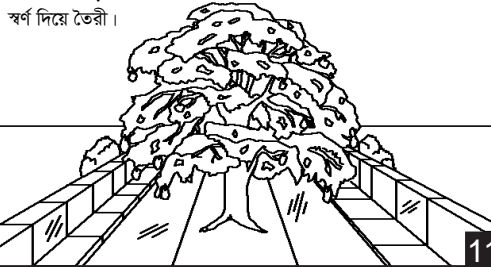
9

জুয়েল এবং দামী দামী পাথর দিয়ে দেয়ালের ভিত্তি পাঁথা হয়েছে, অকর্ষনীয় রঙ এর বাহার সেখান থেকে ঝিলিক মারে। প্রতিটি শহরের সদর দরজাগুলো একটি একটি করে অনেক মুক্তা দিয়ে তৈরী!



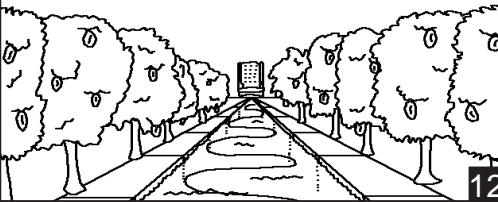
10

সেই বড় বড় মুক্তা খচিত সদর দরজাগুলো কখনো বন্ধ হবেনা। চলুন আমরা ভিতরে গিয়ে ঘুরে দেখি ওয়াউ! স্বর্গের ভিতরটা আরও বেশী মনোহর। শহরটি সম্পূর্ণ ঝাঁটি স্বর্গ দিয়ে তৈরী, যেন স্বচ্ছ কাঁচের মতো। এমনকি রাস্তাগুলোও স্বর্গ দিয়ে তৈরী।



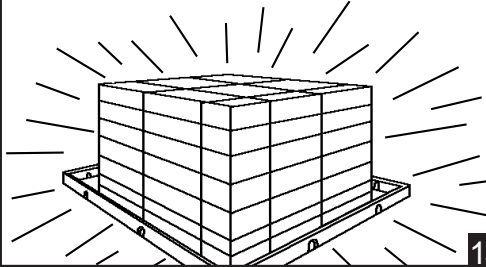
11

একটি সুন্দর স্বচ্ছ জীবন জলের নদী ঈশ্বরের সিংহাসন থেকে প্রবাহিত হয়েছে। নদীর উভয়পাশেই রয়েছে সারি সারি জীবন গাছ, যা প্রথমে স্বর্গের এদন বাগানেই পাওয়া গিয়েছিল। গাছটি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। ইহা বার মাসে বার রকমের ভিন্ন ভিন্ন ফল দান করে। আর জীবন গাছের পাতাগুলো লোকদের সুস্থতার নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়।



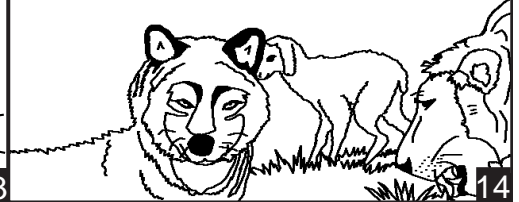
12

স্বর্গে আলোর জন্য কোন সূর্য বা চন্দ্র প্রয়োজন হয়না। ঈশ্বরের নিজস্ব গৌরব আশ্চর্য আলোর মাধ্যমে এটিকে পরিপূর্ণ রাখে। সেখানে কখনো রাত হয়না।



13

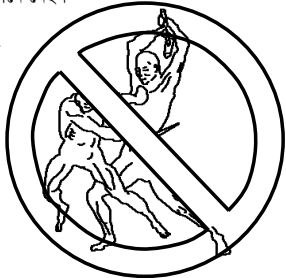
এমনকি স্বর্গে জীবজন্তুগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এগুলো সবই শান্ড এবং বন্দুভাবাপন্ন। হায়ানার মতো হিংস্র জন্তু এবং ভেড়া একই সংগে ঘাস খায়। এমনকি শক্তিশালী সিংহও ঝাড়ের মতো ঘাস খায়। ঈশ্বর বলেন, “আমার এই পবিত্র পর্বতে তারা কোন কিছুকে আঘাত করবেনা কিংবা ধ্বংস করবেনা।”



14

চারিদিকে তাকালে অনেক কিছুই আমরা স্বর্গে পাব না। কোন বিরক্তিকর কথা সেখানে কখনো শুনা যাবেনা। কোন স্বার্থপরতা বা মারামারি সেখানে নেই।

সেখানকার দরজাগুলোতে কোন তালা নেই কেননা স্বর্গে কোন চোর নেই।



15

স্বর্গে কোন মিথ্যাবাদী, হত্যাকারী, যাদুকর কিংবা অন্যকোন দুষ্ট লোক নেই। স্বর্গে কোনরকমপাপ নেই।



16

স্বর্গে ঈশ্বরের সংগে যারা থাকে তাদের চোখে কোন জল থাকে না। এই জীবনে অতি কষ্টের কারণে কখনো কখনো ঈশ্বরের লোকেরাও কান্না করে। স্বর্গে সমস্ত কান্নার জল ঈশ্বর মুছে দেন।



17

স্বর্গে আর কোন মৃত্যু হবে না। ঈশ্বরের লোকেরা অনস্ফুর্ল ধরে তাঁর সংগে থাকবে। সেখানে আর কোন দুঃখ থাকবেনা, আর কোন কান্না থাকবেনা, কোন যন্ত্রনা থাকবেনা। কোন রোগ থাকবেনা, কোন মরন থাকবেনা, কোন শবযাত্রা থাকবেনা। ঈশ্বরের সংগে প্রত্যেকেই স্বর্গে অনস্ফুর্ল ধরে সুখে থাকবে।



18